দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 20 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২ বছর

এম এইচ রবিন ●

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ছিল দুই বছর আগে। সবে বাস্তবায়নের পথে যাত্রা শুরু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। তিন পার্বত্য জেলায় আবাসিক স্কুল নির্মাণ প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করতে কালক্ষেপণ হয়েছে ২৫ মাস।

২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে তিন পার্বত্য এলাকায় আবাসিক স্কুল নির্মাণের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিদর্শনের ওই সময় বেশকিছু বিষয়ে অনুশাসনও দেন প্রধানমন্ত্রী। সেগুলো বাস্তবায়ন করছে মন্ত্রণালয়। দুর্গম পার্বত্য এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আবাসিক স্কুল করার বিষয়টিও তখন বলা হয়। এটিও আশা করি দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। সে লক্ষ্যে দাপ্তরিক কার্যক্রম চলছে।

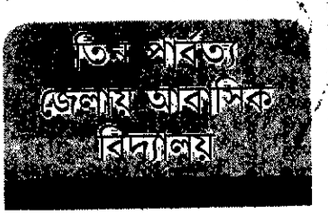

তিন পার্বত্য জেলায় শুধু নতুন আবাসিক স্কুল নয়, পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে বলেও জানান সচিব। তিনি বলেন, ডিপিপি (ডিটেইল প্রজেক্ট প্ল্যান) প্রণয়ন হয়েছে। প্রস্তাবিত ডিপিপিতে কিছু ত্রুটি থাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি) সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর পর মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত হলে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে একনেকে।

সংশ্লিষ্টদের তথ্যানুযায়ী, তিন পার্বত্য জেলায় নির্মাণ হবে আবাসিক স্কুল। পুরনো ৪২টি স্কুলে নির্মিত হবে ৫৫টি হোস্টেল। থাকবে ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা হোস্টেল। এ জন্য প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে আটশ ছয় কোটি ৫৪ লাখ ৫২ হাজার টাকা।

তিন পার্বত্য জেলায় নতুন আবাসিক মাধ্যমিক স্কুল নির্মাণ করা হবে ১৩টি। এ জন্য 'তিন পার্বত্য জেলায় নতুন আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন ও বিদ্যমান বিদ্যালয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ' নামে একটি প্রকল্প তৈরি করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ডিপিপি চূড়ান্ত করার জন্য সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তারা বৈঠক করেছেন।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য মতে, তিন জেলায় ২৭১টি বিদ্যালয়ে ১ লাখ ১৪ হাজার ৮৬৭ শিক্ষার্থীর জন্য ৯৪টি হোস্টেল রয়েছে। তবে আসন সংখ্যা ও বসবাসকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যার তথ্য নেই। এ জন্য প্রকল্প এলাকার স্কুলের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, আবাসন সুবিধার তথ্য ডিপিপিতে যুক্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির শিক্ষার্থী, জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার মধ্যে বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীর অনুপাত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দূরত্ব ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ১৩টি নতুন আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র, যানবাহন, বই, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি ও কম্পিউটার দেওয়া হবে। মাউশির পৃথক একটি প্রকল্পে '৩৩২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টি'– ১৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯টি হোস্টেল নির্মাণের কথা রয়েছে। এ জন্য উভয় প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় করে ডিপিপি চূড়ান্ত করার জন্য মাউশিকে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।